ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
DECEMBER 2005

ARTICLES

Women's rights in the Nikahnama in Bangladesh : A critical study

An Application of Islamic Law in Bangladesh with Special Reference to Women

Real Estate-Its Defense System in Bangladesh: A Study

Internet Exposes a New Dimension in International Space: A Challenge to the Traditional Concept of Sovereignty

The International Criminal Court: A Remarkable Achievement Striving Against Global Political Setbacks

The Impact of Section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance on the Validity of Talaq: A Legal Analysis

Muslim wives' right to maintenance in Bangladesh: the role of N.G.O's in Rajshahi District

Prevention of Crime in Islamic Criminal Law: Perspective Bangladesh

যৌতুক ঃ একটি সামাজিক ব্যাধি

সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা

Abstract on the Project Changing Pattern of Trade Union in Bangladesh

Abstract on the Project Protection of Human Rights in Criminal Justice: Bangladesh Perspective

CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY

December 2005

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by:
B T S Commercial Institute
Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:
Barendra Printing Press & Packaging
Supora, Biman Bandar Road, Rajshahi. Mob.: 01715-361984

Subscription Rates
For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)
For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2005

Editorial Board

Editor

Professor Dr. Begum Asma Siddiqua
Dean, Faculty of Law, RU

Member

Professor Dr. A B Siddique
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Professor Dr. M Rabiul Hossain
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2005

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Women's rights in the Nikahnama in Bangladesh : A critical study	1-10
Dr. Gazi Omar Faruque	An Application of Islamic Law in Bangladesh with Special Reference to Women	11-20
Dr. Md. Abdul Karim Khan	Real Estate-Its Defense System in Bangladesh: A Study	21-30
Md. Morshed Mahmud Khan Mohammad Osiur Rahman Mohammad Mahabubur Rahman	Internet Exposes a New Dimension in International Space: A Challenge to the Traditional Concept of Sovereignty	31-52
Dr. Mohammad Abdul Hannan	The International Criminal Court: A Remarkable Achievement Striving Against Global Political Setbacks	53-68
Muhammad Ekramul Haque	The Impact of Section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance on the Validity of Talaq: A Legal Analysis	69-86
Sayeeda Anju	Muslim wives' right to maintenance in Bangladesh: the role of N.G.O's in Rajshahi District	87-96
Dr. Mohammad Abdul Hannan M Sahal Uddin	Prevention of Crime in Islamic Criminal Law: Perspective Bangladesh	97-110
জোবাইদা সুলতানা	যৌতুকঃ একটি সামাজিক ব্যাধি	111-128
মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	129-154
মুসতাক আহমেদ মো: সাহাল উদ্দীন	আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	155-170
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা : একটি পর্যালোচনা	171-200
A F M Mohsin	Abstract on the Project Changing Pattern of Trade Union in Bangladesh	201
Muhammad Faiz-ud-Din M Abdul Hannan	Abstract on the Project Protection of Human Rights in Criminal Justice: Bangladesh Perspective	202

CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2005: 111-128

যৌতুকঃ একটি সামাজিক ব্যাধি

মিসেস জোবাইদা সুলতানা*

ABSTRACT

Women are the most vulnerable group in respect of violence in Bangladesh. They are tortured in many ways among which dowry is one of them. Dowry is one kind of domestic violence in Bangladesh. Domestic violence is that kind of violence which is committed against a woman by her near and dear relations. At present dowry is universal among all communities of Bangladesh but it is not possible to find out when and where the custom of dowry was first started. Dowry is essentially a part of Hindu tradition. The dowry system is not recognised in the religion or the law of the Muslim societies but has taken roots into it. Islamic law provides dower to enhance the position of women. But unfortunately, Muslim women who are supposed to be protected by dower, become victims of dowry. The demand for dowry and pressure for further dowry plays an imporlant role in understanding and addressing the issue of marital violence. Millions of women in Bangladesh are facing serious harassment due to unfulfilled demand of dowry.

Though this custom is illegal to practice under the statutory laws, this malpractice is still going on in Bangladesh. A research conducted by United Nations Development Program (UNDP), on the system of dowry in Bangladesh revealed that due to dowry, at least 50% of the married women become victim of physical or psychological violence. So, necessary steps should be taken to remove dowry problem in Bangladesh.

ভূমিকা

"নারী নির্যাতন" শব্দ দু'টির সঙ্গে বর্তমানে প্রায় সকলেই পরিচিত। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় চোখ পড়লেই দেখা যায় এই নির্যাতনের চিত্র। শুধু পত্রিকার পাতায় নয় আমাদের চারপাশে একটু সচেতনভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় নির্যাতনের ঘটনা। প্রত্যেক নারী ব্যক্তিগত জীবনে চলতে গিয়ে উপলব্ধি করেন তার চলার পথ কন্টকাকীর্ণ।

নারীর সঙ্গে শিশু শব্দটি ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। সেজন্যই নারী ও শিশুর জন্য আইন তৈরী করতে গিয়ে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন" কথাগুলো ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, এ সেই শিশু যে শিশুকে নারী গর্ভে ধারণ করেন, লালন-পালন করেন। এ শিশুই একদিন বড় হয় নারীর স্নেহ-মমতায়, হয়ে ওঠে নারী অথবা পুরুষ। এ পুরুষ কালক্রমে হয়ে যান নারীর নীতি নির্ধারক।

---

* প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুকদানে অপরাগ পিতার বোঝা হচ্ছে নারী। স্বামীর হাতে খুন হচ্ছে স্ত্রী, অবৈধ সন্তানের দায়ভার নিচ্ছে নারী, চলছে নারীর উপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, কন্যাসন্তান জন্মের দায়ে লাঞ্ছিত হচ্ছে নারী, ধর্ষকের লালসার লক্ষ্য হচ্ছে নারী, পুরুষের সমান শ্রম দিয়েও সমান মজুরী পাচ্ছেনা নারী, ফতোয়ার শিকার হচ্ছে নারী, বিভিন্ন কারণে পাচার হচ্ছে নারী, পুরুষের খামখেয়ালীতে দেয়া তালাকে হিল্লা বিয়ের অপমান সইছে নারী, এসিড সন্ত্রাসের কারণে চিরতবে ঝলসে যাচ্ছে নারীর সৌন্দর্য্য, পঙ্গু হচ্ছে নারী। অসামাজিক কর্মকান্ডে বাধ্য হচ্ছে নারী, বিজ্ঞাপনে পন্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নারী। নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে যৌতুক অন্যতম। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের যৌতুক কেন্দ্রিক নারী নির্যাতনের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা। যৌতুকের কারণ, এর পরিণতি এবং এ সমস্যা সমাধানের উপায় প্রভৃতি বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যৌতুক সংক্রান্ত আইন এবং যৌতুক প্রথা বন্ধে আইনগুলোর ভূমিকাও এখানে আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি যৌতুক এর ভয়াবহতার ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

যৌতুকের উৎপত্তি

"কন্যার বাপ সুবর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোন রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পনের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিত উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।"[১]

রবীন্দ্রনাথ রচিত ছোটগল্প "হৈমন্তী"। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকায় ১৯১৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'হৈমন্তী' গল্পের মাধ্যমে আমরা সেই সময়ের হিন্দু সমাজের যৌতুক/ পনের টাকার কারণে বধু জীবনের নির্মম পরিণতির কথা জানতে পারি। দেখতে পাই একজন কনের বয়স কীভাবে পনের টাকার অংকে পরিমাপ করা হত তার চিত্র।

সেই সময়ের হিন্দু সমাজে আট বছর বয়সী কন্যাকে গৌরী, নয় বছর বয়সী কন্যাকে রোহিনী এবং দশ বছর বয়সী কন্যাকে কুমারী বলা হত। সে সময় ১০ বছর বয়সের

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *হৈমন্তী*, গল্পগুচ্ছ, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ৪২০।

মধ্যেই মেয়ে বিয়ে দেবার নিয়ম ছিল। হৈমন্তী গল্পে হৈমন্তীর বয়স অবৈধভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বয়সটা অবৈধ হলেও তার পনের টাকার পরিমানটা ছিল তার বয়সের চাইতে উপরে।

হৈমন্তী গল্পে দেখানো হয়েছে হিন্দু সমাজের একজন নারীকে পরিমাপ করা হয় যৌতুকের টাকার অংক দিয়ে (এটি এখন বর্তমান সমাজেও প্রযোজ্য)। প্রথম কবে যৌতুক শুরু হয়েছিল সেটা অনেকের অজানা হলেও ধারণ করা হয় হিন্দু সমাজই এর প্রবক্তা। হিন্দু সমাজে নারীদের সম্পত্তির কোন ভাগ দেয়া হয় না। বিয়ের সময়ে কন্যাপক্ষ বিরাট অংকের টাকা বা মূল্যবান সামগ্রী বরপক্ষকে যৌতুক হিসেবে প্রদান করেন। এই প্রথা থেকেই আজকের অন্যতম ভয়াবহ নারী নির্যাতন "যৌতুক" এর উৎপত্তি। এটি এখন আর হিন্দু সমাজে নয় বিস্তৃতি লাভ করেছে সমাজের সর্বস্তরে। বর্তমানে এটি একটি সমাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে।

ইসলাম ধর্মে যৌতুকের অবস্থান

ইসলাম ধর্মে যৌতুকের কোন স্থান নেই। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআন এর কোথ-াও যৌতুকের কথা বলা হয়নি বরং এই ধর্ম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগন্য। প্রাক-ইসলামী যুগে যখন নারীর কোন মর্যাদা ছিল না তখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে নারীর অধিকার। মুসলিম আইন একজন নারীর মর্যাদা স্বরুপ মোহরানার অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুরা নিসায় আল্লাহ বলছেনঃ "এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সন্তষ্টচিত্তে প্রদান করবে।"[২] "তাদেরকে (স্ত্রীদের) তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দাও।"[৩] কিন্তু বর্তমানে মুসলিম নারী মোহরানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচেছন এবং বরণ করেছেন যৌতুক নির্যাতন। তাই এটি যথার্থই বলা হয় যে, "ধর্ম যেখানে মোহরানার বিধান করেছে সমাজ সেখানে বিধান করেছে যৌতুকের- পাত্রকে প্রদত্ত অর্থ, অলংকার এবং বিলাসদ্রব্য।"[৪]

যৌতুকের সহিংসতা এখন সকল সমাজে বিস্তৃত। ঐতিহাসিকভাবে ধরে নেয়া হয় যে ১৮৫৪ সালের "কুলীনকুল সর্বস্ব" নাটকের মাধ্যমে প্রথম যৌতুকের বিরুদ্ধে লিখিত

---

[২] আল্ কুরআন, সুরা নিসাঃ ৪।

[৩] আল্ কুরআন, সুরা নিসাঃ ২৫।

[4] Chaudhury, Rafiqul Huda and Ahmed, Nilufer Rahman (1988), *Women and Law in Bangladesh: Theory and Practice* in vol. VIII/4 Islamic CLQ (1988).

CamScanner

পদক্ষেপ নেয়া হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যৌতুক নিরোধকল্পে আইন আছে সেগুলো হলঃ

1) The Dowry probihition Act, 1980 [Act No. XXXV)
2) Nari O Shishu Nirjaton Damon Ain, 2000

যৌতুকের এই আইনটি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবার জন্য প্রযোজ্য। এই আইনগুলো থাকা সত্বেও এই অপরাধটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে এটি প্রথাভিত্তিক আইনে পরিণত হয়েছে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন থাকা সত্বেও পুরোমাত্রায় চলছে যৌতুকের আদান-প্রদান। যৌতুকের দাবী মানুষের লোভ থেকে সৃষ্টি। যারা যৌতুক চায় তারা কিন্তু মোটেও গরীব নন। তারা তাদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে গিয়ে গ্রহণ করছেন এই যৌতুক। কেননা যৌতুক হিসাবে নেয়া/ দেয়া হয় কালার টিভি, ফ্রীজ, ফার্নিচার, গাড়ী, জমি, নগদ অর্থ দিয়ে বরকে/ ছেলেকে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দেয়া প্রভৃতি। যৌতুক হিসেবে কেউ কিন্তু ভাত/ কাপড় দাবী করে না। কাজেই দেখা যায় লোভ, বেকারত্ব থেকে সৃষ্ট হতাশা, বাড়তি চাহিদা পূরণ, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এগুলোই মূলতঃ যৌতুকের জন্য দায়ী। আজ যে পুরুষ যৌতুক নিয়ে বিয়ে করছেন ২০ বছর পরে তিনি যৌতুক নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন, নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য এটাই যেন স্বাভাবিক চিত্র হিসেবে সমাজ মেনে নিয়েছে।

যৌতুকের পরিণতি

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। বিবাহ মানজীবনের এক পবিত্র বন্ধন। অথচ যৌতুকের কারণে এই বন্ধন এর মধুময়তা হারাচেছ। নষ্ট হচেছ দুটি জীবনের ভবিষ্যতের অমিত সম্ভাবনা। বৃদ্ধি পাচেছ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক তিক্ততা এবং এক পর্যায়ে ঘটে যাচেছ বিবাহ-বিচেছদের মত নির্মম ঘটনা। কেননা যৌতুকের কারণে দেখা দেয় পারিবারিক ও সাংসারিক দ্বন্দ্ব। জীবনে তখন প্রধান হয়ে ওঠে দেনা-পওনার দর কষাকষি। এর নিশ্চিত পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় নির্যাতন। আর এই নির্যাতনের শিকার হয়ে নারী নিজেই বেছে নিচেছ আত্মহননের পথ। আবার ক্ষেত্র বিশেষে কখনও স্বামী যৌতুকের লোভে নির্যাতনের মাধ্যমে নারীর/ স্ত্রীর মৃত্যু ঘটাচেছ।

আমাদের দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা এখন জানেন যৌতুক ছাড়া মেয়েকে পাত্রস্থ করা যাবে না কিন্তু যৌতুকের উপর কি কি আইন রয়েছে এই অপরাধের শাস্তি কি এগুলো অনেকেই জানেন না। কিছু সংখ্যক মানুষ জানলেও প্রয়োগ করতে পারেন না বা প্রয়োগ করতে ভয় পান। তারা প্রয়োগ করতে চান না মেয়ের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। মেয়ের সুখ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব হারাচেছন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা। কাজেই যৌতুকের ফলে 'কন্যা' প্রধানতঃ নির্যাতিত হলেও এর প্রভাবে নষ্ট হচেছ পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা, বহু গরীব পরিবার হারাচেছন তাদের সর্বস্ব।

আদালতের সিদ্ধান্ত

২০০৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন মাহমুদ সুলতানা মাম্মি হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করে। এই মামলায় হাইকোর্ট মাম্মির স্বামী আবুল কালাম আজাদ রিপনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। ১৯৯৯ এর ২৯শে অক্টোবর স্বামী আবুল কালাম আজাদ মাম্মিকে হত্যা করে। মাম্মি ছিল ধনী পরিবারের মেয়ে আর রিপন ছিল মাম্মির গৃহ শিক্ষক। মাম্মি আর রিপনের পরিবারের মধ্যে ছিল বিশাল আর্থিক ব্যবধান তা সত্বেও মাম্মির পরিবার বিয়েটা মেয়ে নিয়েছিল। বিয়ের পর রিপনের মুখোশ উন্মোচিত হয়। তার প্রকৃত মানসিকতা ধরা পড়ে যা ছিল লোভে ও লালসায় অন্ধ। সে তার যৌতুকের চাহিদা মেটাতে মাম্মির উপর ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ২৯শে অক্টোবর স্বামী আবুল কালাম মাম্মিকে হত্যা করে। যৌতুকের কারণে চিরতরে শেষ হয়ে যায় মাম্মি।[৫]

"System of Dowry in Bangladesh" এর উপরে UNDP (United Nations Development Program) পরিচালিত ১০ বছরের গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের ৫০% বিবাহিত নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক অথবা মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন।[৬]

নূরজাহান আখতার বকুল এর বিয়ে হয়েছিল রশীদ জুয়েল এর সঙ্গে। বকুল এর বাবা মেয়ের বিয়ের সময় জামাইকে ১৫ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসেবে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই আরো ২ লক্ষ টাকা এবং নতুন একটি গাড়ীর দাবী করে বসে রশীদ। দাবী পূরণ না হলে সে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে এবং তার শ্বশুরকে অতিরিক্ত যৌতুকের দাবী মেটানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। বকুল তার মাকে নির্যাতনের

---

[5] Violence against Women in Bangladesh 2003, BNWLA, p.21.

[6] *The Daily Ajker Kagoj*, December 29, 2003; *The Daily Ittafaq*, December 24, 2003.

কথা বলেছিল এবং যৌতুকের দাবী না মেটালে স্বামী তাকে মেরে ফেলবে এ কথাও বলেছিল। ২০০২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ২১ বছর বয়সী বকুলকে তার নিজ আবাসস্থলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার স্বামী এটা আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করে। এ বিষয়ে থানায় ১টি মামলা দায়ের হয়।[৭]

যৌতুকের কারণে স্বামী, শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ঠিকই কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে বিভিন্নভাবে হত্যা করা হয়। পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। কিংবা শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে এগুলোকে আত্মহত্যা বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলে।

আমাদের দেশে যৌতুকের কারণে নির্যাতিতের অতি অল্প সংখ্যক আদালতের দারস্থ হন, এ বিষয়ে কিছু ঘটনা পত্রিকার পাতায় দেখা যায় আর বাকীগুলো অগোচরেই থেকে যায়।

যৌতুক ও আইন

যৌতুক একটি বাংলা শব্দ। এর প্রতিশব্দ হচেছ 'পন'। যৌতুক এবং পন শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে। এ দুইটি শব্দ সংস্কৃত হতে বাংলা ভাষায় এসেছে। ইংরেজীতে যৌতুকের প্রতিশব্দ Dowry। যার অর্থ A gift or endowment which a woman brings to her husband.[৮] হিন্দিতে এর প্রতিশব্দ হল দেহায (Dehaj)। উর্দুতে কনে পক্ষ হতে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রীকে যাহেজ (Jahez) যেহাজ (Jehaz) বলে। সাধারণভাবে বিবাহের সময় কনের অভিভাবক এবং পরিবার পাত্রপক্ষকে যে অর্থ, সম্পদ, অলংকার, আসবাবপত্র প্রভৃতি প্রদান করে থাকে তাকে যৌতুক বলে। যৌতুক বলতে বর্তমানে শুধুমাত্র অর্থ, সম্পদ, অন্তর্ভূক্ত নয়; বরকে অর্থাৎ ছেলেকে চাকুরী দেওয়া, জমি কিনে দেওয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভূক্ত।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০নং আইন) এর ২(ঞ) ধারায় যৌতুক বলতে কি বুঝাবে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে। এখানে যৌতুক বলতে বরপক্ষ কর্তৃক দাবীকৃত এবং কন্যাপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদকে যৌতুকের আওতায় আনা হয়েছে। কিন্তু ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুক বলতে যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝায়।

---

[7] Violence against Women in Bangladesh 2002, BNWLA, p.16.
[8] *Sahitya Samsad*, English-Bengali Dictionary, Calcutta, p.9.

বিবাহের প্রতিদান হিসাবে টাকা দাবি করলে ঐ টাকা যৌতুকের আওতায় পড়বে কিনা সে সম্পর্কে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে কিছু বর্ণিত হয়নি। বরং এই আইনে বর্ণিত সংজ্ঞায় সম্পত্তি এবং মূল্যবান জামানতের কথা বলা হয়েছে [37 DLR- 230]

২০০৩ সালের পরিবর্তিত (সংশোধিত) আইনে যৌতুক বলতে অর্থও বোঝায়। প্রকৃত পক্ষে যৌতুক শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর মধ্যে অর্থ-সম্পদ ছাড়াও বিয়ের পর শ্বশুরের খরচে জামাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা, কিংবা বিদেশে চাকুরীতে পাঠানো অথবা স্বদেশে বিয়ের পরিবর্তে চাকুরী প্রদান এসবও অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে যৌতুক কেবল নগদ অর্থ কিংবা গাড়ী বাড়ীর মধ্যেই সীমিত নয়।

১৯৮০ সালের আইনটির ৩ ধারায় যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দন্ড এবং ৪ ধারায় যৌতুক দাবী করার দন্ড-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে। ৩ ধারানুযায়ী কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে সে সর্বাধিক পাঁচ বছর এবং এক বছরের নিম্নে নয় মেয়াদের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়বিধ প্রকারে দন্ডনীয় হবে। কাজেই ৩ ধারানুযায়ী ৪টি ক্ষেত্র নির্ণীত হয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. যৌতুক প্রদান করলে অথবা
২. যৌতুক গ্রহণ করলে অথবা
৩. যৌতুক প্রদানে সহায়তা করলে অথবা
৪. যৌতুক গ্রহণে সহায়তা করলে

উপরোক্ত দন্ডে দন্ডিত হবে।

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনটির ৪ ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র যৌতুক দাবী করার জন্য দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারানুযায়ী কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবী করলে সে সর্বাধিক ৫ বছরের এবং ১ বছরের নিম্নে নয় মেয়াদের কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দন্ডনীয় হবে। যৌতুক দাবী করার জন্য শাস্তির বিধান থাকলেও এটি বাস্তব সত্য যে, প্রমাণ রেখে কেউ কখনও যৌতুক দাবী করে না।

বিয়ের সময় কনের মোহরানার পরিমাণ বিয়ের কাবিন নামায় উল্লেখ থাকে। এমনকি একটি নাক ফুল প্রদান করলেও কাবিননামায় নাক ফুল বাবদ ১২০/১৫০ টাকা বাদ দিয়ে বাকী মোহরানার টাকার উল্লেখ থাকে। কিন্তু বিয়ের সময় বর পক্ষের অযৌক্তির যৌতুকের দাবীর কোন লিখিত প্রমাণ না থাকায় যৌতুক কেন্দ্রিক নারী নির্যাতন প্রমাণ করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

CamScanner

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বিয়ের সময় বরপক্ষের এই অযৌক্তিক যৌতুকের দাবী মেনে নিলেও কনে পক্ষের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যৌতুকের পুরো দাবী তৎক্ষণাৎ পূরণ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ের সময়ের কথানুযায়ী যৌতুকের সম্পূর্ণ দাবী মেটাবার পরেও অধিক যৌতুকের দাবী করে বসে বরপক্ষ। এ দাবী মেটাতে না পারার কারণে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন একজন নারী।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কেবল যৌতুকের দায় বহন করেন না; এর প্রভাব পুরো পরিবারের উপরেই পড়ে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য মেয়ের যৌতুকের দায় বহন করতে হয়েছে অনাগত শিশুকেও! সচিবালয়ের গাড়িচালক খলিলুর রহমানের কন্যা তানিয়ার বিয়ে হয় তিন বছর আগে একই এলাকার শফিকুল ইসলামের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই বেকার লম্পট আর মদ্যপ স্বামী যৌতুকের দাবীতে তার উপর শুরু করে নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতেই তানিয়া বাবার বাড়ী থেকে দুই লক্ষ টাকা এনে দেয় তার স্বামীর হাতে, কিন্তু এতেও লম্পট স্বামী সন্তুষ্ট হয়নি। সে তানিয়াকে আরো ১ লক্ষ টাকা এনে দেবার জন্য চাপ দেয়; অন্যথায় তার গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু তানিয়া এ প্রস্তাব মেনে নিতে ব্যর্থ হলে গত ১ জুন, ২০০৪ তারিখে শফিকুল আরো কিছু সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে তানিয়ার উপর নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের এক পর্যায়ে তারা তানিয়াকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। শ্বাসরোধ করে হত্যার সময় তার গর্ভের সন্তানটিও ভূমিষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করে।[৯]

১৯৮০ সালের আইনে যৌতুকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ সেই সংজ্ঞাটিও কিছুটা বিস্তৃত করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১ ধারায় যৌতুকের শাস্তির বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে- যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য কোন নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন [কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (Grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (Simple hurt) করেন]। (২০০৩ সালের ৩০নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।)

তাহলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

---

[৯] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, জুন ১৩, ২০০৪।

ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে বা মৃতু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উভয়ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

[খ) মারাত্মক জখম (Grievous hurt) করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অনধিক বার বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন;

গ) সাধারণ জখম (Simple hurt) করার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।] (২০০৩ সালের ৩০নং আইন দ্বারা দফা 'খ' ও 'গ' প্রতিস্থাপিত।)

২০০০ সালের আইনের এই ধারাটি নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ধারা (৬) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এর ধারা- ১০ সাথে মিল রয়েছে। ১৯৯৫ সালের আইনে শাস্তির বিধান ছিল কঠোর কিন্তু এ আইনে শাস্তির বিধান কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। ধারাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

প্রথমতঃ বিবাহিত কোন নারীকে,

দ্বিতীয়তঃ তার স্বামী বা স্বামীর পিতা-মাতা অভিভাবক, আত্নীয় বা স্বামীর পক্ষের কোন ব্যক্তি,

তৃতীয়তঃ যৌতুকের জন্য,

চতুর্থতঃ ক) মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন অথবা,

খ) আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন তাহলে,

পঞ্চমতঃ সে অত্র ধারায় (১১ ধারায়) বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হবেন।

এই ১১ ধারা অনুযায়ী যৌতুকের ক্ষেত্রে বিয়ের পরের নির্যাতনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী দেখা যায় একজন নারীর মৃত্যু ঘটালে বা মারাত্মক জখম হলে সে যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতনের প্রতিকার চাইতে পারছে।

একজন নারী যখন উপলব্ধি করেন, যৌতুক ছাড়া তাকে পাত্রস্থ সম্ভব নয় তখনই তার মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। বিয়ের পরে শুরু হয় যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন। এই ধারা অনুযায়ী শারীরিকভাবে আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে একজন নারী প্রতিকার চাইতে পারছেন। কিন্তু তিনি বিবাহ পূর্বে এবং বিবাহোত্তর মানসিক নির্যাতনের প্রতিকার পাচ্ছেননা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কেবল নিম্ন আয়ের অশিক্ষিত লোকেরাই নয় বরং

CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক[১০], এমপি[১১], ও মসজিদের ইমাম[১২]সহ সমাজের শিক্ষিত সচেতন অংশ এ অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনটি ছিল যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রণীত প্রথম আইন। এ আইনে যৌতুক দাতা এবং যৌতুক গ্রহীতা উভয়েরই দন্ডের বিধান থাকলেও এবং ২০০০ সালে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌতুকের জন্য শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড ধার্য করা হলেও আইনের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে যৌতুক সমস্যা বেড়েই চলেছে।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। কাজেই যৌতুক সন্ত্রাস নির্মুলের জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন। গত ২০০৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশব্যাপী যৌতুক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসাবে ৪ (চার) লক্ষ সাত হাজার চিঠি বিতরণ করেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে যৌতুক বিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এসব চিঠি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও যৌতুক বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে সম্প্রতি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাঝে এক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে, যাতে সরকারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগপত্রে 'যৌতুক নেবেন না এবং যৌতুক দেবেন না'- এ মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলের অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও নলছিটি উপজেলার জুরকাঠি ও রামনাকাঠি- এ দুটি গ্রামকে সম্প্রতি যৌতুকমুক্ত গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতন রোধে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এন.জি.ও গুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২০০৪ সালের তথ্যচিত্র

যৌতুক প্রথা বন্ধ করার ক্ষেত্রে সরকারসহ এন.জি.ও প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। কিন্তু এরপরেও যৌতুক নির্যাতন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ২০০৪ সালের যৌতুক কেন্দ্রিক নারী নির্যাতনের চিত্রটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

---

[১০] ঢাবি এর অধ্যাপক এর বিরুদ্ধে যৌতুক ও হত্যার চেষ্টার মামলা করেছেন স্ত্রী, *দৈনিক যুগান্তর*, নভেম্বর ২৯, ২০০৪।

[১১] এমপি গোলন্দাজ পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক চেয়েছেন, *দৈনিক মানবজমিন*, জুলাই ১৩, ২০০৪।

[২] যৌতুকের দাবীতে বউ পিটিয়ে পেশ ইমাম পলাতক, সহকারী গ্রেফতার, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, জুলাই ১০, ২০০৪।

তথ্যচিত্রঃ যৌতুক কেন্দ্রিক নারী নির্যাতন, ২০০৪

নির্যাতনের ধরণ	বয়স							মোট	মামলা হয়েছে
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	উল্লেখনেই		
শারীরিক নির্যাতিন	-	-	৯	১৭	৮	৩	৩৫	৭২	৫০
পিটিয়ে হত্যা	-	-	১৬	৯৪	৫৮	৫	৫৫	২২৮	১৮৬
এসিড দগ্ধ করে হত্যা	-	-	-	১	-	-	১	২	২
এসিড দগ্ধ	-	-	-	২	৩	১	৬	১২	৮
পুড়িয়ে হত্যা	-	-	২	৮	৩	-	২	১৫	১২
অগ্নি দগ্ধ	-	-	৫	৫	২	-	১	১৩	৬
আত্মহত্যায় বাধ্য করা	-	-	৪	৩	৪	২	৫	১৮	১০
তালাক	-	-	১	২	-	১	২	৪	৩
পরিত্যাক্ত	-	-	২	১	১	২	৩	৭	২
মোট =	-	-	৩৯	১৩৩	৭৯	১২	১০৮	৩৭১	২৭৯

সূত্রঃ রিসোর্স সেন্টার, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সাধরণতঃ ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের মেয়েরাই যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতনের শিকার হন বেশী। শুধুমাত্র ২০০৪ সালের রিপোর্টেই দেখা যায় যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে মোট ৭২ জন নারী কিন্তু মামলা হয়েছে মাত্র ৫০টি। পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২২৮ জনকে, মামলা হয়েছে ১৮৬ টি। এসিড দগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে ২ জনকে এবং এই দুটি ঘটনাতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসিড দগ্ধ হয়েছে ১২ জন, মামলা হয়েছে ৮টি। পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে ১৫ জনকে, মামলা হয়েছে ১২টি। অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ১৩ জন মামলা হয়েছে ৬টি, আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে ১৮ জনকে মামলা হয়েছে ১০টি। যৌতুকের কারণে তালাকের ঘটনা পাওয়া গেছে ৪টি এর মধ্যে আদালতে মামলা হয়েছে ৩টি। পরিত্যক্ত ৭ জন, মামলার সংখ্যা ২টি। ২০০৪ সালের BNWLA-এর তথ্য অনুযায়ী যৌতুকের কারণে মোট নির্যাতিত ৩৭১টি তার মধ্যে মামলা হয়েছে মোট ২৭৯টি। এটি ২০০৪ সালের যৌতুকের কারণে সংঘটিত নির্যাতনের লিখিত চিত্র অর্থাৎ সংবাদপত্র ও বিভিন্ন এন.জি.ও-র দেওয়া রিপোর্ট

CamScanner

অনুযায়ী এগুলো প্রকাশিত তথ্য। কিন্তু যৌতুক সংক্রান্ত অনেক নির্যাতনের ঘটনা অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে। নীরবে নারী সহ্য করে যাচ্ছে এই নির্যাতন।

যৌতুকের কারণ

বিভিন্ন কারণে পাত্রপক্ষ যৌতুক দাবী করে। তবে নিম্নোক্ত কারণগুলো অন্যতমঃ

- যৌতুক একটি সংক্রামক ব্যাধি। আমাদের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই যৌতুককে সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি বলে মনে করেন। তারা তাদের অর্থাৎ পাত্রপক্ষের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে প্রতিযোগীতামূলকভাবে যৌতুক দাবী করে। তারা মনে করে অমুকের ছেলে যৌতুক হিসেবে যে পরিমাণ আসবাবপত্র ও অলংকার পেয়েছে তার চেয়ে তাদেরকে বেশি পেতে হবে।
- বর্তমান বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। অথচ জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান খুবই সীমিত। ফলে উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অনেক যুবক কর্মসংস্থান করতে ব্যর্থ হয়। তাদের মধ্যে থাকে বেকারত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা। তাই অনেক বেকার যুবক বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিয়ের মাধ্যমে যৌতুক হিসেবে অর্থ দাবী করে।
- কন্যার অভিভাবক অনেক সময় মনে করেন যৌতুক যখন দিতেই হবে তখন কম যোগ্যতাসম্পন্ন নয় বরং বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র প্রয়োজন। তাই উচ্চ শিক্ষিত বা উচ্চ বংশের সাথে সম্পর্ক তৈরী করার লক্ষ্যে কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুক প্রদান করে থাকে।
- আমাদের সমাজে একটি মেয়ের বিয়ে হতে বিলম্ব হলে তাকে অনেক ধরণের সামাজিক কটাক্ষের শিকার হতে হয়। সমাজের অনেকেই তাকে উপহাস করে। তাই কন্যার বয়সসীমা অতিক্রম হওয়ার আশংকায় কন্যাপক্ষ অনেক সময় যৌতুক প্রদানের মাধ্যমে কন্যার বিয়ে সম্পন্ন করেন।
- মেয়ে সুশ্রী না হলে, মেয়ে কালো হলে, মেয়ের দৈহিক কোন ত্রুটি থাকলে কিংবা মেয়েদের প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণেও অনেক সময় যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন।
- অনেক বেকার শিক্ষিত যুবক একটি চাকুরী পাওয়ার জন্য কর্মসংস্থানের ডোনেশন ও কর্মকর্তাদের টেবিলের ফাইলকে গতিশীল করার জন্য কন্যাপক্ষের নিকট বিরাট অংকের যৌতুক দাবী করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি চাকুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করাকেই যৌতুকের শর্ত হিসেবে দাবী করছেন পাত্রপক্ষ, যৌতুকের আদান-প্রদান চলছেই। আজকের সমাজের কিছু ধূর্ত মানুষ সরাসরি যৌতুক শব্দটি ব্যবহার করছেন না। তারা বিভিন্ন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন। কিছু মার্জিত পরিভাষা ব্যবহার করছেন

CamScanner

তারা যেমন- 'উপহার' বা 'গিফট'। যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন এগুলোও আসলে ছদ্মনামের যৌতুক।

মহান আল্লাহতা'য়ালা মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সমাজ কোন নারী অর্থলোভী স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। যৌতুকের কারণে কোন নারীর শরীর যখন ঝালসে যায় এসিডে তখনও আমরা নিজেকে সভ্য বলতে পারি না। ২০০৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ৬৪টি জেলার সংবাদদাতারা দেশব্যাপী এক জরিপ চালান। ২ হাজার অংশগ্রহণকারী যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি যৌতুক গ্রহণকারীকে বয়কটের অভিমত প্রকাশ করেছেন। জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯১ জন যৌতুক বিরোধী। এখানে দেখা যাচেছ বাংলাদেশের ৯১ শতাংশ মানুষই যৌতুককে পছন্দ করেন না। তবুও যৌতুকের করাল গ্রাসে প্লাবিত হচেছ জনপদ। নির্যাতন ও মৃত্যুর স্রোত বয়ে চলেছে অনবরত। কত নারী অত্যাচার আর জুলুমের শিকার হয়ে চাপা কান্নায় নিভৃত্বে অশ্রু ঝরাচেছ। তাহলে কি এটাই বোঝা যায় না, মানুষ মুখে যা বলছে, অন্তরে তা পোষণ করছে না। যদি মুখের আর অন্তরের ভাষা এক হত তাহলে হয় যৌতুকের সামান্য অর্থ বৈভবের জন্য এত নির্যাতন হত না, ঘটত না ভয়ংকর ঘটনা। আল্লাহ্পাক মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, তারপরেও মানুষ উল্টো পথে চলে।[১৩]
আমাদের দেশে যৌতুকের দাবী মেটাতে না পারায় বাসর রাতে স্ত্রী তালাকের মত নির্মম ঘটনাও ঘটেছে।

রংপুর, ৩১শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা) যৌতুকের এক হাজার টাকা বাকী থাকায় বাসর রাতে স্ত্রী তালাক দেওয়ার এক খবর পাওয়া গিয়াছে। অদিতমারী উপজেলার তাদাই ইউনিয়নের জনৈক মানিক মিয়ার সঙ্গে পারুলের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় পারুলের পিতা জামাইকে ৪০০০/= টাকা এবং রেডিও যৌতুক হিসাবে দেওয়ার কথা ছিল। বিবাহের দিন পারুলের পিতা নগদ ৩০০০/= টাকা ও রেডিও জামাইয়ের হাতে দিয়ে পরে বাকী ১০০০/= টাকা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে। কিন্তু বাসর রাতে মানিক মিয়া তাহার স্ত্রী পারুলকে ১০০০/= টাকার জন্য তালাক দেয়। এদিকে ঘটনার পরদিন

---

[১৩] মুহম্মদ সিরাজুল হক, *যৌতুক ও ইসলাম*, পৃ. ১৫০।

মানিক মিয়া একই গ্রামে হাফিজ মিয়ার কন্যা সাহেরা বেগমকে ১০,০০০/= টাকা যৌতুক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করে।[১৪]

যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক না কেন, কোন সভ্য সমাজে যৌতুক প্রথাকে মেনে নেওয়া যায় না। বতমান প্রেক্ষাপটে এটি একটি মারাত্নক সমস্যা। এই সমস্যার সুষ্ঠ এবং স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। শুধু কঠোর আইন প্রণয়ন করলেই যৌতুক প্রথা বন্ধ করা যাবে না। এই প্রথা রোধ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন। এর বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

যৌতুক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কবি-সাহিত্যিক অনেক আগে থেকেই সোচ্চার। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তুলে ধরেছেন এর করুণ পরিণতির কথা। এদের মধ্যে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনা-পাওনা', হৈমন্তী, শরৎচন্দ্রের স্বামী, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত প্রভৃতি রচনাবলী উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত রচনাবলীতে যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সেই সাথে তুলে ধরা হয়েছে এই সামাজিক প্রথার সকরুণ চিত্র।

একমাত্র ২০০৩ সালে সমগ্র দেশে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে ১২৮ জন মহিলাকে নির্মম ও নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। স্বেচছায় জীবনের হতাশা, গ্লানি ও নির্যাতন হতে মুক্তির আশায় এক বছরে ১৮জন মহিলা আৱহত্যা করে জাহান্নামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। যৌতুকের দাবী আদায় ব্যর্থতার কারণে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে ১৪ জন। যৌতুক সংক্রান্ত নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে ১২৪টি। যৌতুকের কারণে হত্যা মামলা হয়েছে ১৬৬টি।[১৫]

যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতনের অনেক ধরণ রয়েছে। কিছু কিছু নির্যাতনের ঘটনা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। ২০০১ সালে এমন একটি নির্যাতনের চিত্র আমরা পাই।

যশোরের সুখজান। তার বয়স ২০ বছর। বিয়ে হয়েছিল পাশের গ্রামের সরোয়ার আলীর সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পরেই সারোয়ার যৌতুকের দাবী করে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে সুখজনের বাবা ছিলেন গরীব কৃষক। তার পক্ষে যৌতুকের দাবী মেটানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু সারোয়ার তার যৌতুকের দাবী অব্যাহত রাখে। ২০০১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সারোয়ার তার স্ত্রীকে ২০,০০০/= টাকার দাবীতে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

---

[১৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফাল্গুন, ১৩৯২।

[১৫] ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *অগ্রপথিক*, ১৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২০০৪ সাল, পৃ. ৬৮-৬৯।

কিন্তু সুখজান তার স্বামীর কাছে শূন্য হাতে ফিরে আসে। তার স্বামী এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। হাতাহাতির এক পর্যায়ে সারোয়ার লোহার রড দ্বারা সুখজানের চোখে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার বাঁ চোখটি সম্পূর্ণভাবেই দৃষ্টিশক্তি হারায়। কিন্তু এ ব্যাপরে থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয় না। তার স্বামী আরগোপন করে থাকে।[১৬] আইন অনুযায়ী যেখানে স্ত্রী ভরণ-পোষণ পাবার অধিকারী সেখানে উল্টো তার উপর নেমে আসছে যৌতুকের দাবী। স্ত্রী রাখার বিনিময় হলোঃ "নাফকা" বা "ভরণ-পোষণ" প্রদান করা। তার খাদ্য পোষাক এবং বাসস্থান এর অন্তর্ভূক্ত। স্ত্রী যদি নিজেকে সমর্পন করে তবে স্বামীর পক্ষে ভরণ-পোষণ অনাদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী আদালত কর্তৃপক্ষের নিকট স্বামীকে বন্দী করণের নিবেদন করতে পারে।[১৭] এখানে দেখা যাচেছ স্ত্রী ভরণ-পোষণের অধিকারী হলেও এ অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হচেছ। একজন পুরুষ জেনেশুনেই তার স্ত্রীকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। আইনের কোথাও বলা না থাকলেও বে-আইনীভাবে যৌতুকের দাবী করে বসছেন একজন স্বামী এবং নারীর উপর চালাচেছন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

যৌতুক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে 'উপহার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যৌতুক নিরোধ আইনের ব্যাখ্যায় যৌতুক ও উপহারকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এই উপহারের সীমা নির্ধারণ করে বলা হয়েছে যে বিয়ের কোন পক্ষকে বিয়ের পক্ষ নয় এমন যে কোন ব্যক্তি অনধিক পাঁচশ টাকা মূল্যের উপহার সামগ্রী প্রদান করতে পারবে।

অধ্যাপিকা রোয়েনা হোসেন তার 'যৌতুকঃ ধর্ম ও নীতি বিবর্জিত একটি সামাজিক ব্যাধি' নামক লেখায় এর উপরে তার সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক দিকের বিবেচনায় এই অর্থসীমা পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি আরো বলেন বিয়ে বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে উপহার লেনদেন কোনকালেই সমাজে সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি বরং এটি সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে যৌতুক একটি বৈবাহিক লেনদেন যা একপক্ষ

---

[১৬] Violence Against Women in Bangladesh 2001, p.21.

[১৭] Code of Criminal Procedure, 1898, Sections 488-490.

অপর পক্ষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নগদ অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রীতে প্রদান করতে বাধ্য থাকে। যৌতুক কখনও পারস্পরিক মানব সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায় না বরং ব্যাপক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

যৌতুক নিরোধ আইনে শুধুমাত্র বিয়ের সময় দাবীকৃত অর্থ-সামগ্রীকে যৌতুকের আওতার আনা হয়নি। বরং এখানে তিনটি সময়ের কথা বলা হয়েছে। 'বিয়ের সময় বা বিয়ের আগে বা পরে যে কোন সময়' কথাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। 'বিবাহের পরে যে কোন সময়' কথাগুলো ১৯৮০ সালের আইনের ছিলনা। এই কথাগুলো ১৯৮৪ সালের ৬৪নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংযোজিত হয়েছে। সংযোজিত আইন অনুযায়ী বিয়ের আগে, বিয়ের সময় বা বিয়ের পরেও সংসার জীবনের যে কোন পর্যায়ে স্বামী যদি অর্থসামগ্রী দাবী করে তবে সেটা যৌতুকের আওতায় আসবে। *Abdul Bashar Howlader V State and another, 46 DLR (1994) 169* মামলায় বলা হয়েছে যে, বিবাহের সময় বা পূর্বে যৌতুক গ্রহণ বা দেওয়া বা তাতে সহায়তা করাই শুধু অপরাধ নয় বরং বিবাহের পরে তা দাবী করাও অপরাধ।

আইনে নিষেধ থাকা সত্বেও শুধু বিয়ের সময়েই নয় বিয়ের পরেও চলছে এই যৌতুকের আদান প্রদান।

প্রতিকার

যৌতুক একটি ঘৃণ্য প্রথা এটি নারীর প্রতি শুধু অবিচারই নয় চরম অমর্যাদাকরও। এই প্রথা অমানবিক এবং নারীর প্রতি অত্যাচারমূলক। এর ফলে নারীর প্রতি নির্যাতন আরো বেড়ে যাচেছ। নারী হারাচেছ তার নিরাপদে বেঁচে থাকার মত মৌলিক অধিকার। কাজেই যৌতুকের বিষাক্ত ছোবল থেকে সমাজকে মুক্ত করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। শুধুমাত্র গুটি কয়েক ব্যক্তির মনে ঐকান্তিক কামনায় এর জন্য যথেষ্ট নয়।

- সরকার যৌতুক সন্ত্রস বন্ধের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইনটির কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন সেইসাথে দেশের নাগরিকদের এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- যৌতুক প্রথা বন্ধের জন্য সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। আর এ আন্দোলনে কেবল ব্যক্তিগত উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সবাইকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম ধর্ম যৌতুক সমর্থন করে না- এই বিষয়টি মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে

হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বিভিন্ন জেলায় আলোচনা সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে যৌতুক বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে জানগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদেরকে জুম্আর নামাজের খুতবাই বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

- পাঠ্যপুস্তকে নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী যৌতুক বিরোধী বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমে যৌতুক বিরোধী প্রচারাভিযানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পোস্টার ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- যৌতুক সমস্যা দূর করতে হলে জাতীয়ভাবে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেকারত্ব দূর হলে যৌতুক দাবীর প্রবনতা হ্রাস পেতে পারে।
- শুধুমাত্র যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেই হবে না। যৌতুক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং নারীর জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, কর্মজীবী নারীর ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবী স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়।
- আইনে যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান করা অপরাধজনক কাজ। অথচ জনগণের বিরাট অংশই এটা জানে না। এ সমস্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন/ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে যৌতুক নিয়ে বিবাহ হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এন.জি.ও গুলো ব্যাপক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান, প্রচারপত্র ও দেয়াল পত্রের মাধ্যমে যৌতুক বিরোধী জনমত সৃষ্টি করতে পারে।
- বিগত ২০০৩ সালের ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সপ্তম জাতীয় সম্মেলন ২০০৩-এ ২০০ বর-কনের যৌতুকবিহীন বিবাহ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। সমাজসেবা সংস্থাগুলো এ ধরণের কাজে এগিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া যৌতুকবিহীন বিয়ের পাত্র-পাত্রীকে পুরস্কৃত করে জনগণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

CamScanner

- নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। একজন নারীকে মানুষ হিসাবে তার অধিকারগুলো যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। সংবিধান ও জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

নর-নারী সৃষ্টির উপাদান এক ও অভিন্ন এ কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর নারীর ন্যায্য অধিকার ও দাবী পূরণে কার্পণ্যের সুযোগ কোথায়? বর্তমান এ সমাজে সত্য বটে, নারী সমাজ নিগৃহীত এবং বিড়ম্বনার অসহায় শিকারে পরিণত হচেছ। অবহেলিত নারী সমাজ বিবেচিত ও ব্যবহৃত হচেছ অস্থাবর সম্পত্তির মত এমন কি এর চেয়েও নিকৃষ্টতমরূপে। এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যে বিষয়টি তা হল আমাদের নৈতিক শুদ্ধতা। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত যৌতুকের বিরুদ্ধে যতই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক না কেন এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ঘুমিয়ে থাকলে মানুষকে জাগানো যায় কিন্তু জাগ্রত মানুষকে জাগানোর উপায় নেই। জনগণ সচেতন না হওয়া পর্যন্ত যৌতুকের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়াটা অরণ্যে রোদনের শামিল হবে। নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে না। সৃষ্টিকর্তা নারীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। কিন্তু আজকের পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে কলংকিত করছে ধর্ষণ, এসিড, ফতোয়া, যৌতুক, নারী পাচার, লাঞ্ছনা, সামাজিক বঞ্চনা, পিটিয়ে হত্যা প্রভৃতির মাধ্যমে। নারী এসব অত্যাচারে আবির্তত হচেছ। নারীর প্রতি এ সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করতে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। তবেই আমরা যৌতুকমুক্ত, নারী নির্যাতনমুক্ত একটি সুশীল সমাজ আশা করতে পারব। আমাদের এই বাংলাদেশে এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন আর কোন নারী নির্যাতিত হবে না।

CamScanner